যুগান্তর

তারিখ 24 MAY 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

ড. আবুল হোসেন ও চৌধুরী মো. তাইউব তাজাম্মুল

কেমন শিশু বাজেট চাই

বিধায় বাজেটকে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কাজেই সরকারের এ দলিল সম্পর্কে বাজেট অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন অংশ, বিশেষ করে শিশুরা কীভাবে উপকৃত হবে সে বিষয়ে জনগণকে অবহিত রাখার বহুবিধ সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

শিশুদের জন্য বাজেট

শিশু বাজেট আলাদা কোনো বাজেট নয়। শিশু বাজেট হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে আমরা জানতে পারব সরকার বাজেটে শিশুদের জন্য কত বরাদ্দ রেখেছে এবং কত ব্যয় হয়েছে তার একটি চিত্র। এক কথায় আমরা বলতে পারি শিশুদের কল্যাণে সরকার একটি অর্থবছরে কত টাকা ব্যয় করেছে এবং কত শিশু উপকৃত হচ্ছে তা পরিমাপ করার মাপকাঠি।

শিশুদের জন্য বাজেট বলতে শিশুদের জন্য একটি পৃথক বাজেট প্রণয়ন করাকে বোঝায় না। বরং সরকারের সামগ্রিক বাজেটে শিশুদের চাহিদা কী পরিমাণে মেটানো সম্ভব হবে, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। শিশুকল্যাণে অগ্রগতির ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিশ্রুতি মূল্যায়নের জন্য যেসব মৌলিক প্রশ্ন রয়েছে তা হল :

শিশুরা উপকৃত হয় এমন কর্মসূচিতে সরকার সামগ্রিকভাবে কী পরিমাণ সম্পদ বরাদ্দ দিচ্ছে?

বরাদ্দকৃত এ সম্পদ কি পর্যাপ্ত?

এ সম্পদ কি অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে?

সরাসরি সম্পর্কিত কর্মসূচি, উন্নয়ন প্রকল্প ও কার্যক্রমগুলো বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এ থেকে জাতীয় বাজেটে শিশুদের উন্নয়নে যে বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে বা যেসব কার্যক্রম গ্রহণ ও নীতি-কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

অর্থ মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে Strengthening Capacity for Child Focus Budgeting in Bangladesh (SC-CFB) প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পটি শিশুদের কল্যাণে বরাদ্দকৃত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ ও শিশু খাত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সক্ষমতা বাড়াবে। শিশু বাজেট একটি সর্ব মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয়। একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু বাজেট প্রণয়ন করতে হলে সব মন্ত্রণালয়াধীন শিশুকল্যাণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলো বিবেচনায় নিতে হবে। তবে সবার আগে প্রয়োজন শিশুদের চাহিদা নিরূপণ, কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ এবং তাদের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য একটি উপযুক্ত কাঠামো প্রণয়ন।

শিশু সম্পর্কিত সরকারের নীতি-আইন ঘোষণা এবং জাতীয় বাজেট

আমাদের জাতীয় অগ্রগতি ও বিকাশের স্বার্থে দেশের সব শিশুর নিরাপত্তা, সুরক্ষা, উন্নয়ন এবং সুষম বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন সঠিক নীতি, পরিকল্পনা ও যথাযথভাবে বাজেট বরাদ্দ। দেশের ব্যাপক সংখ্যক দরিদ্র শিশুকে উন্নয়নের বাইরে রেখে জাতীয় উন্নয়ন, সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অর্জন সম্ভব নয়।

৩. বর্তমানে অনেক মন্ত্রণালয় শিশু সম্পর্কিত বাজেট বাস্তবায়ন করছে; সমন্বয়ের জন্য আলাদা শিশু মন্ত্রণালয় বা অধিদফতর প্রতিষ্ঠার জন্য বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪. জাতীয় বাজেটে জনঅংশগ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। জনগণের প্রতিনিধি সংসদ সদস্যরাও বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না। এজন্য সংসদের কার্যপ্রণালী সংশোধন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।

৫. সব শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

৬. সব শিশুর জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

৭. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে শিশুদের পুষ্টিহীনতা ও অতিপুষ্টির সমস্যা তথা ওজন বৃদ্ধি-হ্রাসজনিত সমস্যা রোধে কার্যকর প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। স্বাস্থ্যখাতে পুষ্টিজনিত সমস্যাকে মেইনস্ট্রিম করতে হবে এবং সচেতনতা কার্যক্রমকে জোরদার করতে হবে;

৮. শিশুশ্রম বন্ধ করা, চরম দুরবস্থার শিকার শিশুদের সুরক্ষার জন্য জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

ড. আবুল হোসেন : *চাইল্ড বাজেট ফোরামের সভাপতি*
চৌধুরী মো. তাইউব তাজাম্মুল : *শিশু অধিকার কর্মী ও চাইল্ড বাজেট ফোরামের সদস্য*